আল্লাহ্‌র সৃষ্ট তাকদীর

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

"ওয়ামা তাদরি নাফসুন বি'আইয়্যি আরদিন তামুত।" "কেউ জানেনা সে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে" (সুরাহ লূকমানঃ৩৪)। আল্লাহ্‌ সবার জন্যই জীবনের একেকটি স্থায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ জানেন কখন তা শেষ হবে। যখন আল্লাহ্‌ (আযযা ওয়া জাল্লা) কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তাই হয়। এখন কিছু মানুষ মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে বলে, "তার সেখানে যাওয়ার কি দরকার ছিল যেখানে সে মারা গেল?" এটি একটি দুর্ঘটনা ছিল, কিছু একটা ঘটেছে, কোন একটি ঘটনা। পবিত্র আয়াত বলে, "কোন মানুষ বা কোন স্বত্বা জানে না সে কোথায় মারা যাবে।"

কারণ সবকিছুরই জন্যই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত একটি জায়গা আছে। তাদের সেখানে যেতেই হবে মারা যাওয়ার জন্য। তাই, আল্লাহ্‌ আমাদের একটি ভালো জীবন দান করুন। আমাদের আল্লাহ্‌কে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিৎ যে আমরা জীবিত আছি। চল আমরা উনার আদেশসমূহ পালন করি। আল্লাহ্‌ ভালো আদেশ দেন। তিনি বলেন, "খারাপ কোরোনা, ভালো কর এবং দয়া দেখাও।" চল আমরা তাই করি।

এটা বলা অনুচিত যে, "সে ওই জায়গায় না গেলে এরকম ঘটনা ঘটত না।" এ কথার মাধ্যমে তুমি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট তাকদীরের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছো না। অবশ্যই যখন মৃত ব্যক্তি পরিবার রেখে যায় তা কষ্টদায়ক, কিন্তু তবুও অন্যের ব্যাপারে এভাবে কথা বলা ভালো নয়। তার যেখানে মারা যাওয়ার কথা সেই জায়গাটাই আল্লাহ্‌ তাকে দেখিয়েছেন এবং সেখানেই সে মারা গেছে। এই বিষয়ে একটি সত্য ঘটনা আছে। আমরা যা বলতে যাচ্ছি তা অতীতে ঘটেছিল।

হাযরাত সুলাইমান আলাইহি সালামের সময়ে উনার সাথে এক ব্যক্তি ছিল। আযরাইল আলাইহি সালাম একজন মানুষের বেশে আসেন। যখন সেই ব্যক্তি উনাকে দেখে সে আতঙ্কিত হয় উনার চেহারা

দেখে। সে সুলাইমান আলাইহি সালাম কে জিজ্ঞেস করে, "ইনি কে?" তিনি উত্তর দেন, "আযরাইল আলাইহি সালাম"। "কি?!" সে বলে। আযরাইল আলাইহি সালাম সে লোকের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে বলে, "আমি এই লোকের রুহ নিতে এসেছি।" তাই লোকটি সুলাইমান আলাইহি সালাম কে বলে, "আমাকে এই জায়গা থেকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিন যেন আমি বাঁচতে পারি।" তিনি ওই লোককে জেরুযালেমে পাঠিয়ে দেন এবং আযরাইল আলাইহি সালাম সেখানে তার রুহ নিয়ে নেন। তখন সুলাইমান আলাইহি সালাম বলেন আযরাইল আলাইহি সালাম কে, "তুমি অবাক হয়েছিলে কেন?" তিনি উত্তর দেন, "আমি অবাক হয়েছিলাম কারণ ওই লোকের জীবন আমার এখানে নেবার কথা ছিল না, নেবার কথা ছিল জেরুযালেমে। অতঃপর জীনেরা তোমার দু'আর কারণে তাকে জেরুযালেম নিয়ে যায় এবং সেখানে আমি তার রুহ নিয়ে নেই। আল্লাহ্‌র আদেশ সম্পন্ন হয়েছে।"

তাই, এমন কোন কথা নেই যে, "মানুষটি যদি এক সেকেন্ড আগে বা এক সেকেন্ড পরে মারা যেত"। এটি আল্লাহ্‌র তাকদীর। জীবনের সময়কাল আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্ সেটাকে এক সেকেন্ড আগান না বা এক সেকেন্ড পেছান না, এটি নির্ধারিত। আল্লাহ্ আমাদের একটি ভালো জীবন দান করুন। আমাদের জীবন মূল্যবান, সময় মূল্যবান। আমরা যেন তা নিরর্থক ব্যয় না করি। চল আমরা সেসব কাজ করি যা আল্লাহ্ এবং হাযরাত নাবী (সাঃ) ভালোবাসেন। আল্লাহ্ যেন আমাদের সবাইকে একটি ভালো জীবন দান করেন, ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৯ মার্চ ২০১৬/২০ জুমাদ আল-আখির ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।